GAUDIYA MISSION GRANTH
A.C.C. No.
CALCUTTA-3

দশমঃ স্কন্ধঃ

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ।

১। নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়ঃ।
কৃতং কিংবা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীরাজা উবাচ—কালিয়ঃ নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ, তেন একেন সুপর্ণস্য কিংবা অসমঞ্জসম্ (অপ্রিয়ং) কৃতং।

১। **মূলানুবাদঃ** মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মুনিবর! কালিয় নাগালয় রমণক দ্বীপ ত্যাগ করল কেন? সর্পকুল প্রধান সেই কালিয় গরুড়ের প্রতি কি অপ্রিয় কার্য করেছিল।

১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ** অভীষ্টলীলাসিদ্ধ্যা শ্রীভগবতস্তদভ্যুদয়-দর্শনেন শ্রীব্রজস্য চ স্বস্থতামাকর্ণ্য স্বস্থঃ প্রীতমনাঃ সন্ কথামধ্য এব কথাসৌষ্ঠবায় তৎপূর্ব্ববৃত্তং পৃচ্ছতি—নাগেতি, নাগানামালয়ং স্বভাবতঃ সর্পবর্গস্য বসতিস্থানং, ন তু গরুড়স্যেত্যর্থঃ। অতো বহবো নাগাস্তত্রান্যে নিবসন্ত্যেবেতি ভাবঃ। ননু যদ্ভয়াদিতি তৎ সূচিতমেব, তত্রাহ—কৃতং কিমিতি, বা-শব্দঃ কটাক্ষে॥ জী° ১॥

১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ** অভীষ্ট কালিয় দমন লীলার সিদ্ধিতে শ্রীভগবানের প্রতি সেই স্তবস্তুতি প্রভৃতি সমৃদ্ধি দর্শন হেতু ও শ্রীব্রজের উদ্বেগ রহিত অবস্থা শ্রবণ করবার পর নিশ্চিন্ত ও প্রীতমনা হয়ে রাজা পরীক্ষিৎ কথা মধ্যেই কথা সৌষ্ঠবার্থে এই কথার পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করছেন—নাগ ইতি। **নাগালয়ং**—এই কথার ধ্বনি রমণক দ্বীপ স্বভাবতঃ নাগেদের বসতি স্থান, গরুড়ের নয়। অতএব সেখানে অন্য বহু নাগ বাস করত, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ১৬।৬৩ শ্লোকে 'যদ্ভয়াৎ' যার ভয়ে, ইত্যাদি বাক্যে রমণক দ্বীপ ত্যাগের কারণ তো সূচিতই হয়েছিল, তবে আর কি জিজ্ঞাসা? কালিয় কি এমন অপকর্ম করেছিল? বা শব্দ কটাক্ষে॥ জী° ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তার্ক্ষ্যাদ্ভীতিঃ কালিয়স্য তার্ক্ষ্যে সৌভরিশাপবাক্। কৃষ্ণাপ্তির্গোদুহাং দাবাৎ ত্রাণং সপ্তদশেঽভবৎ॥ বি° ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কালিয়ের গরুড় ভীতি। গরুড়ের প্রতি সৌভরি মুনির শাপ গোপেদের কৃষ্ণের সহিত মিলন। রাত্রিতে দাবানল থেকে ত্রাণ—সপ্তদশে এইসব বর্ণিত হয়েছে॥ বি° ১॥

শ্রীশুক উবাচ।

২। উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ।
বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্‌নিরূপিতঃ॥
৩। স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
গোপীথায়াত্মনঃ সর্ব্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে॥

২-৩। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—মহাবাহো! প্রাক্ (পুরা) ইহ রমণকদ্বীপে উপহার্য্যৈঃ (গরুড়স্য) ভক্ষৈঃ) সর্পজনৈঃ মাসি মাসি বানস্পত্যঃ (অশ্বত্থাদিবৃক্ষমূলে দেয়ঃ) যঃ বলিঃ (গরুড়স্য উপহারঃ) নাগানাং নিরূপিতঃ (উপকল্পিতঃ)।

সর্ব্বে নাগাঃ আত্মনঃ গোপীথায় (রক্ষণায়) পর্ব্বণি পর্ব্বণি মহাত্মনে সুপর্ণায় স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি।

২-৩ মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহাভুজ! পুরাকাল থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য গরুড়ের ভক্ষ্য সর্পদের এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, নির্ধারিত পালি মত প্রতি মাসে ঘরে তৈরী ফলমূল-নৈবেদ্য গরুড়কে উপহাররূপে দিবে তারা। এই ব্যবস্থা মত নাগগণ নিজ নিজ ভাগ সকলেই অমাবশ্যা পূর্ণিমায় মহাত্মা গরুড়কে প্রদান করত।

২-৩। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকা ঃ উপেতি ত্রিকম্। হে মহাবাহো ইতি যথা ভবতো মহারাজস্য পরাক্রমেণ বৈরিণোঽপি রাজানো বলিমুপহরন্তীতি ভাবঃ॥

পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রতিপঞ্চদশ্যষ্টম্, মহাত্মনেঽপরিচ্ছিন্নশক্তয় ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাগপ্রদানে হেতুঃ॥

২-৩। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকানুবাদ ঃ [শ্রীধর—**উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈঃ**—ভক্ষ্য সর্প-জনের দ্বারা বৃক্ষমূলে দেয়। শ্রীসনাতন—**উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈঃ**—বলিদান যোগ্য সর্পদের সেবকের দ্বারা দেয় **ইহ**—নাগালয়ে, **বানস্পত্যঃ**—ফলমূল দ্বারা নির্মিত।] 'উপহার্য্যৈঃ' এই তিন শ্লোকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। **হে মহাবাহো**—যেরূপ মহারাজ আপনার পরাক্রমে শত্রু হলেও রাজারা আপনাকে উপহার দেয়, সেইরূপ, এরূপ ভাব।

পর্ব্বণি পর্ব্বণি—প্রতি ১৫ দিন পর পর-পূর্ণিমা অমাবস্যায়। **মহাত্মনে**—গরুড় অসীম শক্তি-শালী—ইহাই ভাগ প্রদানে হেতু॥ জী০ ২-৩॥

২-৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ উপহার্য্যৈর্ভক্ষ্যত্বেনোপহারীক্রিয়মাণৈঃ সর্পরূপৈর্জনৈঃ বানস্পত্যো বনস্পতের্মূলে দেয়ঃ, নাগানাং নাগৈর্গরুড়াৎ স্ববধপরিহারায়। নিরূপিত উপকল্পিতঃ॥ তত্র সর্ব্বে নাগাস্তং স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি। পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রতিপঞ্চদশি গোপীথায় রক্ষণায়॥ বি০ ২-৩॥

২-৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উপহার্য্যৈঃ— গরুড়ের ভক্ষ্যরূপে যাকে যেদিন উপহার দেওয়া হতো, সেই সর্পরূপজনের দ্বারা বৃক্ষমূলে ফলমূলাদি নির্মিত নৈবেদ্য গরুড়কে দেয় ছিল—গরুড় থেকে

৪। বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্॥
৫। তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ॥

৪। অন্বয়ঃ বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ (বিষবীর্য্যাভ্যাং যো মদঃ তেন আবিষ্টঃ) কাদ্রবেয়ঃ কালিয়ঃ তু গরুড়ং কদর্থীকৃত্য (তুচ্ছীকৃত্য) স্বয়ং তং বলিং বুভুজে।

৫। অন্বয়ঃ রাজন্! ভগবৎপ্রিয়ঃ ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিযুক্তঃ গরুড়ঃ) তৎ শ্রুত্বা কুপিতঃ কালিয়ং বিজিঘাংসু (হন্তুমিচ্ছুঃ) মহাবেগঃ সমুপাদ্রবৎ (কালিয় সমীপমাগমৎ)।

৪। মূলানুবাদঃ বীষবীর্য গর্বে আবিষ্ট কদ্রুপুত্র কালিয় গরুড়কে অনাদর করে নিজেই সেই নৈবেদ্য খেয়ে নিত।

৫। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! এই কথা শুনে ভগবৎপ্রিয় ভগবান্ গরুড় ক্রোধান্বিত হয়ে একেবারে মেরে ফেলার জন্য কালিয়ের নিকট মহাবেগে ধেয়ে এলেন।

নিজেদের অবরোধ পরিহারের জন্য। **নিরূপিতঃ**—প্রবর্তিত। সেখানে সকল নাগেরাই নিজ নিজ ভাগ দিত। **পর্ব্বণি পর্ব্বণি**—প্রতি ১৫ দিনে একবার। **গোপীথায়**—নিজেদের রক্ষার জন্য॥ বি॰ ২-৩॥

৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ পশ্চাদ্বিষবীর্য্যাভ্যাং মদাবিষ্টঃ সন্। কাদ্রবেয় ইতি ভ্রাতৃত্বঞ্চ, মদে হেত্বন্তরং জ্ঞেয়ম্। কদর্থীকৃত্য তদনাদরেণ তচ্ছত্বেতি বক্ষ্যমাণাত্তদীয়েভ্যো বলাদ্গ্রহণেনৈব বা কদর্থীকৃত্য ; স্বয়ন্তু স্বয়মেব॥ জী॰ ৪॥

৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ পরে বিষবীর্য হেতু কালিয় গর্বে আবিষ্ট হল। গর্বের আর একটি কারণ দেখাচ্ছেন, **কাদ্রবেয়**— কালিয় কদ্রুর পুত্র, গরুড়ের সৎভাই, কাজেই জ্ঞাতিবিরোধ। **কদর্থীকৃত্য**—পরের শ্লোকে 'তচ্ছ্রুত্বা' সেই কথা গরুড় শুনল—এরূপ উক্ত হওয়াতে বুঝা যাচ্ছে, রমণকদ্বীপের অধীন জনদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে কালিয় নিজেই খেয়ে ফেলত, বা গরুড়কে অপমান করত এরূপ কথা শুনে॥ জী॰ ৪॥

৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ হে রাজন্নিতি—বলিপ্রদ-রাজবিপ্রতিপত্ত্যা ভবদাদিবদিতি ভাবঃ, যতো ভগবান্ সর্ব্বেশক্তিযুক্তঃ। ভগবতঃ প্রিয়শ্চ পার্ষদপ্রবর ইত্যর্থঃ। অতো ভগবদ্বদ্দুষ্টনিগ্রহপরতয়া মহাবেগঃ সন্ সম্যঙ্মারণোদ্যততয়া সমীপ এবাগচ্ছৎ, তস্য তুচ্ছত্বেঽপি ধার্ষ্ট্যাৎ তামসত্বেন ভগবদনাদর-স্বভাবত্বাচ্চেতি ভাবঃ॥ জী॰ ৫॥

৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ হে রাজন্—এই সম্বোধনের ধ্বনি—উপহার দাতা রাজার বিরোধিতা হেতু আপনারা যেমন ক্রোধান্বিত হন, সেইরূপ। যেহেতু **ভগবান্**—গরুড় সর্বশক্তি সমন্বিত। **ভগবৎপ্রিয়ঃ**—ভগবানের প্রিয় ও পার্ষদ প্রবর। অতএব **মহাবেগঃ ইত্যাদি**—ভগবানের

৬। তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ প্রত্যভ্যয়াদুত্থিতনৈকমস্তকঃ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ॥

৬। অন্বয়ঃ উত্থিতনৈকমস্তকঃ করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ (দুর্বিষময়তয়া স্পর্শমাত্রেণ হিংসিকা জিহ্বা যস্য সঃ—প্রসারিতানি দৃষ্টিমাত্রেণ ভস্মীকরাণি লোচনানি যস্য স চ স চ) দদায়ুধঃ (দন্তা এব আয়ুধানি যস্য সঃ) আপতন্তং তং সুপর্ণং (গরুড়ং) তরসা (বেগেন) প্রত্যভ্যয়াৎ (যদ্ধুং প্রতিজগাম) দদ্ভিঃ (দন্তৈঃ) ব্যদশৎ (দংশিতবান্)।

৬। মূলানুবাদঃ গরুড়কে অতি বেগে সম্মুখে আগত দেখে বিষ অস্ত্রধারী, করাল জিহ্ব, বিস্ফারিত উগ্রলোচন কালিয় তার ফণাশত উচু করে গরুড়ের দিকে ধেয়ে গেল ও তাঁকে বিষদন্তে বার বার ছোবল দিতে লাগল।

মহাবেগ হয়ে মতো দুষ্টের দমনপরতায় **বিজিঘাংসু সমুপাদ্রবৎ**—সম্যক্‌রূপে মারণের জন্য উদ্যত হয়ে কালিয়ের নিকটে এলেন, কারণ সে তুচ্ছ হলেও ধৃষ্টতা ও তামস স্বভাববশে শ্রীভগবানের অনাদর করছে॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কিন্তু কালিয়স্তু তং ন প্রযচ্ছতি; প্রত্যুতান্যৈর্দত্তমপি স্বয়মেব বুভুজে॥ কদর্থীকৃত্য অনাদৃত্য তত্রত্য কর্ণেজপসর্পমুখাচ্ছ্রুত্বা॥ বি০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কিন্তু কালিয় নিজ ভাগ তো দিতই না, উপরন্তু অন্যে যা দিত, তাও খেয়ে নিত নিজেই। **কদর্থী কৃত্য**—গরুড়কে অনাদর করে, **তচ্ছ্রুত্বা**—রমণক দ্বীপের কানাকানিতে তা সর্পমুখে শুনে॥ বি০ ৪॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ বিষায়ুধঃ দূরাদেব ফুৎকারাদিনা তন্মোচকঃ সন্ প্রত্যভ্যয়াৎ, নিকটে তু দদায়ুধঃ সন্ ব্যদশৎ। করালা দুর্বিষময়তয়া স্পর্শমাত্রেণ হিংসিকা জিহ্বা যস্য, উচ্ছ্বসিতানি প্রসারিতানি উগ্রাণি দৃষ্টিমাত্রেণ ভস্মীকরাণি লোচনানি যস্য স চ স চ॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বিষায়ুধঃ—দূর থেকেই ফুৎকার প্রভৃতির দ্বারা ঐ বিষ-অস্ত্র মোচন করতে করতে **প্রত্যভ্যয়াৎ**—গরুড়ের নিকটে গেল। নিকটে গিয়ে তো দন্ত-অস্ত্র দিয়ে কাটল। **করালজিহ্ব**—দুর্বিষময় হওয়া হেতু স্পর্শমাত্রে মারিকা জিহ্ব কালিয়, **উচ্ছ্বসিতঃ**—বিস্তারিত, **উগ্র**—দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করে ফেলে, এমন চক্ষু সমূহ যার সেই কালিয়॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বিষায়ুধঃ দূরাৎ ফুৎকারেণ তন্মোচকঃ নিকটে তু দদায়ুধো ব্যদশৎ। করালা জিহ্বা যস্য, উদ্ধৃতং শ্বসিতং যস্য, উগ্রাণি লোচনানি যস্য সচ সচ সচ সঃ॥ বি০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বিষায়ুধঃ—দূর থেকে ফুৎকারে এই বিষ-অস্ত্রের প্রয়োগ—নিকটে গেলে তো দন্তরূপ-অস্ত্রে কাটন। করাল জিহ্বা যার, উচ্চ ফোঁস ফোঁসাণি যার, উগ্র চক্ষু যার সেই কালিয়॥ বি০ ৬॥

৭। তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্ প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ॥
৮। সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীব বিহ্বলঃ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্॥

৭। অন্বয়ঃ মধুসূদনাসনঃ সঃ উগ্রবিক্রমঃ তার্ক্ষ্যপুত্রঃ (কশ্যপনন্দনঃ গরুড়ঃ) মন্যুমান্ (জাতক্রোধেন) প্রচণ্ডবেগঃ তং (কালিয়ং) নিরস্য হিরণ্য রোচিষা (স্বর্ণকান্তিবিশিষ্টেন) সব্যেন (বামেন) পক্ষেণ জঘান (অতাড়য়ৎ)।

৮। অন্বয়ঃ সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ (গরুড়স্য পক্ষাঘাতেন তাড়িতঃ) কালিয়ঃ অতীব বিহ্বলঃ তদগম্যং (গরুড়স্য অগম্যং) দুরাসদং কালিন্দ্যাঃ হ্রদং বিবেশ।

৭। মূলানুবাদঃ মধুসূদন বাহন কশ্যপপুত্র গরুড় তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে কদ্রুপুত্র কালিয়কে প্রচণ্ডবেগে বাধা দিল। তৎপর নিজের সুবর্ণবর্ণ ডানা দ্বারা উগ্র বিক্রমে তাকে ঝাপটা মারল।

৮। মূলানুবাদঃ গরুড়ের ডানা-ঝাপটায় আহত হয়ে কালিয় অতীব বিহ্বল হয়ে গরুড়ের অগম্য ও অন্যেরও দুষ্প্রবেশ্য যমুনা-হ্রদে গিয়ে প্রবেশ করল।

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তৃক্ষো মরীচিঃ, ততঃ শিবাদিত্বাদদন্তাদপ্যণ্, ততস্তদনন্তরাপত্যস্য তার্ক্ষ্যস্য শ্রীকশ্যপস্য মহামুনেঃ পুত্রঃ জন্মনা তৎপ্রভাবঃ সূচিতঃ। তার্ক্ষীতি বা পাঠঃ। 'গর্গাদিভ্যো যঙ্' ইতি গোত্রাপত্যবিবক্ষয়া। 'গরুত্মান্ গরুড়স্তার্ক্ষ্যঃ' ইত্যপুচ্যতে। স চ কালিয়স্তু কিয়ানিতি স্বাভাবিক বিশেষান্তরমপ্যাহ—মধ্বিতি। কালিয়ে তু তাদৃশস্বভাবে মাতুরেব গুণসঞ্চার ইত্যাহ—কদ্রুসুতমিতি। শ্রীগরুড়স্য তু সৌন্দর্য্যমপ্যাহ—হিরণ্যেতি। সব্যেনেতি অবহেলাং বোধয়তি॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তার্ক্ষ্যপুত্র—'তৃক্ষঃ' মরীচি—এই মরীচির পুত্র কশ্যপ। তার্ক্ষ্য—কশ্যপের দুই পত্নী বিনতা, কদ্রু। বিনতার পুত্র গরুড়। কদ্রুর পুত্র কালিয়। এখানে তার্ক্ষ্য-পুত্র পদের ধ্বনি হল—মহাপ্রভাবশালী মুনির পুত্র বলে জন্ম থেকেই গরুড়ের যে মহাপ্রভাব হল, তাই সূচিত হচ্ছে। এই গরুড়ের কাছে কালিয় কি এক তুচ্ছ, দুজনের মধ্যে স্বাভাবিক বিশেষ ব্যবধান যা, তাই বলা হচ্ছে—'মধুসূদনাসন' পদে, আর কালিয়ের ভিতরে তাদৃশ স্বভাব হওয়ার কারণ মায়েরই গুণসঞ্চার তাই বলা হল—কদ্রুসুত। শ্রীগরুড়ের সৌন্দর্য বলা হল—'হিরণ্যবর্ণ' পদে। গরুড়ের পক্ষে কালিয়কে আঘাত করা যে অতি সহজসাধ্য তাই বুঝানো হল 'সব্যেন' অর্থাৎ 'বামপক্ষ' পদে॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তার্ক্ষ্যস্য পুত্রঃ। মধুসূদনস্যাসনং যস্মিন্ সঃ॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তার্ক্ষ্যপুত্র—কশ্যপমুনির পুত্র। মধুসূদনের আসন যাঁর উপর সেই গরুড়॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অন্যৈরপি দুরাসদং দুষ্প্রবেশম্॥ জী০ ৮॥

৯। তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥

৯। অন্বয় ঃ একদা তত্র (কালিন্দীহ্রদে) ক্ষুধিতঃ গরুড়ঃ সৌভরিণা নিবারিতঃ প্রসহ্য (বলাৎ) ঈপ্সিতং ভক্ষ্যং জলচরং অহরৎ (জগ্রাহ)।

৯। মূলানুবাদ ঃ (গরুড়ের অগম্যতার কারণ বলা হচ্ছে—বহু) পূর্বে মহারাজ মান্ধাতার রাজত্ব-কালে একদা গরুড় ক্ষুধাতুর হয়ে সেই যমুনাহ্রদে গেলেন এবং সেখানে তপস্যারত সৌভরির নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে নিজ ঈপ্সিত ভক্ষ্য এক প্রধান মৎস জোর করে তুলে নিলেন।

৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গরুড়ের তো অগম্য বটেই, অন্যেরও **দুরাসদ**—দুষ্প্রবেশ্য ॥ জী॰ ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ দুরাসদং অগাধজলত্বেনান্যৈরপি দুষ্প্রবেশম্ ॥ বি॰ ৮ ॥

৮। বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দুরাসদম্-অগাধ জলময় বলে অন্যের দুষ্প্রবেশ্য ॥ বি॰ ৮ ॥

৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ একদেতি—চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগাদপি পূর্ব্বত্র, শ্রীরঘুনাথ-পূর্ব্বজ-মান্ধাতৃমহারাজে পৃথ্বীং শাসতীতি জ্ঞেয়ম্। জলচরমিতি—সর্ব্বেষামেব সত্ত্বে সাধারণমিত্যর্থঃ। তত্র চ ভক্ষ্যং পক্ষিজাত্যুচিতলীলস্য তস্যাহারত্বেন প্রাপ্তম্, অতএবেপ্সিতম্, তথাপি মুনিবাক্যমাদরণীয়মিতি চেত্তত্রাহ—ক্ষুধিত ইতি। শ্রীভগবদ্দেব লীলয়াঙ্গীকৃতক্ষুদপি ক্ষুধার্ত্তানাং ভক্ষণানর্হস্যাপি ভক্ষণে দোষাস্মৃতেঃ। এবং শ্রীগরুড়স্যাপরাধঃ পরিহৃতঃ, কিন্তু তস্য মুনেরেবাপরাধ ইতি ভাবঃ। ক্ষুধিতস্য মহত্তমস্য ভক্ষ্যভক্ষণ-বিঘ্নাচরণাৎ ॥ জী॰ ৯ ॥

৯। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ ঃ একদা ইতি—চতুর্বিংশ চতুর্যুগেরও পূর্বে শ্রীরঘু-নাথের পূর্বপুরুষ মান্ধাতা মহারাজের পৃথিবী শাসন কালে, এরূপ বুঝতে হবে, **জলচরং**—সকল প্রাণীর মধ্যে সাধারণ একটা—তাতে আবার ভক্ষ্য—পক্ষি-জাতি-উচিত লীলাকারী গরুড়ের আহার রূপে প্রাপ্ত, অতএব ঈপ্সিত—তথাপি মুনিবাক্য আদর করা উচিত, এরূপ যদি বলা হয় তার উত্তরে, **ক্ষুধিত ইতি**—এই ক্ষুধা শ্রীভগবানের মতই লীলায় অঙ্গীকৃত হলেও ক্ষুধার্তদের পক্ষে ভক্ষণ-অযোগ্য বস্তুও ভক্ষণে দোষ শোনা যায় না, এইরূপে গরুড়ের অপরাধ পরিহৃত হল, কিন্তু সেই সৌভরি মুনির অপরাধ হল, এরূপ ভাব। ক্ষুধিত মহত্তমের নিজ ভক্ষ্য ভক্ষণে বিঘ্ন-আচরণ হেতু ॥ জী॰ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গরুড়াগম্যত্বে কারণমাহ,—তত্রেতি। মাভুক্ষ্বেতি নিবারিতোঽপীতি তস্মিন্ পরমমহতি গরুড়ে আজ্ঞাপ্রদানং তদিষ্টপ্রাতিকূল্যং চেতি সৌভরেরপরাধদ্বয়ম্। তদাজ্ঞালঙ্ঘনং প্রাণি-হিংসনঞ্চেত্যপরাধদ্বয়ং। গরুড়স্য নাভূত্ততঃ সকাশাদতিতেজস্বিত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি॰ ॥

১০। মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হতে।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্॥

১০। অন্বয়ঃ মীনপতৌ হতে দীনান্ মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা সৌভরিঃ কৃপয়া তত্রত্যং ক্ষেমং (কল্যাণং) আচরন্ প্রাহ (কথিতবান্)।

১০। মূলানুবাদঃ মীনপতি হৃত হলে তার আশ্রিত দীন মৎসগণকে সুদুঃখীত দেখে সৌভরি মুনি কৃপায় সেই হ্রদবাসী জলচর জন্তুদের মঙ্গলের জন্য এরূপ বললেন।

৯। বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ঐ কালিয়হ্রদে গরুড়ের পক্ষে অগম্য হওয়ার কারণ বলা হচ্ছে—তত্রেতি। 'খেও না, বলছি' এরূপে নিবারিত—এইরূপে পরমমহৎ গরুড়ের প্রতি আজ্ঞা প্রদান ও তার সুখের প্রাতিকূল্য—সৌভরির এই দুই অপরাধ হল। সৌভরির আজ্ঞা লঙ্ঘন ও প্রাণিহিংসন, এই দুই অপরাধ গরুড়ের হল না—কারণ গরুড় সৌভরি থেকে অতি তেজস্বী এরূপ বুঝতে হবে॥ বি০ ৯॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অনন্যমপি মহাপরাধং তস্যাহ—মীনানিতি দ্বাভ্যাম্। দীনান্ স্বভাবত এব জলচরত্বেন কিঞ্চিদপি কর্ত্তুমশক্তেঃ। মীনপতৌ সর্ব্বমৎস্যরক্ষকে হৃতে সুষ্ঠু দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা, এতেন তস্যান্যমৎস্য-বিলক্ষণং সজ্ঞানত্বং জ্ঞাপয়তি—দীন ইতি। সপ্তম্যন্তপাঠে সদৈব গরুড়ভয়েনার্ত্ত ইত্যর্থঃ; প্রথমান্তপাঠো বা মহাপার্ষদে ধাষ্ট্যাদিনা বিবেকরহিত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সৌভরি মুনির আরও অন্য মহাপরাধ বলা হচ্ছে, মীনান্ ইতি দুইটি শ্লোকে। **দীনান্**—স্বভাবতই জলচর বলে এরা সামান্য কিছুও করতে অসমর্থ, তাই দীন বলা হল এদের। **মীনপতৌ**—সর্বমৎস্যরক্ষক হৃত হলে অতিশয় দুঃখিত মৎস্য সকলকে দেখে—এই কথায় বুঝা যাচ্ছে, এই মীনপতির অন্য মৎস্য থেকে অসামান্য সচেতন ভাব বিদ্যমান, তাই এর অভাবে এরা সুদুঃখিত। দীনে ইতি সপ্তমী-অন্ত পাঠে—মৎস্য সকল সদাই গরুড় ভয়ে আর্ত। 'দীনঃ' ইতি প্রথমান্ত পাঠে দীনঃ সৌভরি এরূপ অন্বয়। মহাপার্ষদে ধৃষ্টতা প্রভৃতিতে 'দীনঃ' বিবেকরহিত সৌভরি॥ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তত্র তৃতীয়মপরাধং তস্যাহ,—মীনানিতি। কৃপয়েতি মীনান্ প্রতি যথা তস্য কৃপা তথা গরুড়ং প্রতি কোপশ্চ গম্যঃ। তত্রত্যানাং জীবযাত্রাণামেব ক্ষেমং কর্ত্তুমিতি ততশ্চ কালিয়াগমনেন তেষাং সর্ব্বেষামক্ষে মমেবাভূদিতি মহদপরাধিনঃ কৃপাপি বিপরীতফলৈব ভবেদিতি দ্যোতিতম্॥ বি০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এই শ্লোকে গরুড়ের তৃতীয় অপরাধ বলা হচ্ছে—মীনান্ ইতি। **কৃপয়া ইতি**—মৎস্যদের প্রতি যেমন কৃপা, গরুড়ের প্রতি তেমনি কোপ, এরূপ জানতে হবে। সৌভরি মুনি ইহা করলেন, **তত্রত্যক্ষেম**—হ্রদবাসী জলজন্তুদের মঙ্গল বিধানের জন্য—কিন্তু ফলে দাড়াল উল্টা—সেখানে কালিয়ের গমনে আরও অমঙ্গল দেখা দিল—মহা অপরাধীর কৃপাও বিপরীত ফলই দান করে, ইহাই এখানে প্রকাশিত হচ্ছে॥ বি০ ১০॥

১১। অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্॥
১২। তং কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ॥
অবাৎসীদ্গরুড়াদ্ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ॥

১১। অন্বয়ঃ সঃ গরুড়ঃ যদি অত্র (অস্মিন্ হ্রদে) প্রবিশ্য মৎস্যান্ খাদতি [তদা] সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রাণৈঃ বিযুজ্যেতঃ, অহম্ এতৎ সত্যং ব্রবীমি।

১২। অন্বয়ঃ তং কালিয়ঃ পরং (কেবলং) বেদ (জানাতি) অন্যঃ লেলিহঃ (সর্পঃ) কশ্চনঃ (কোঽপি) ন (ন জানাতি) [অতঃ] গরুড়াৎ ভীতঃ [সঃ কালিয়ঃ] অবাৎসীৎ (তত্র উবাস) কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ (নিষ্কাসিতঃ)।

১১। মূলানুবাদঃ এই যমুনাহ্রদে প্রবেশ করে গরুড় যদি অতঃপর কখনও মৎস্য খায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করবে—এ আমি সত্য করে বলছি।

১২। মূলানুবাদঃ কেবলমাত্র কালিয়ই এ সব কথা জানত, অন্য কোন সর্প জানত না। অতএব গরুড়ের ভয়ে সে এই হ্রদে এসে বাস করতে লাগল। কৃষ্ণ তাকে এখন নির্বাসিত করলেন।

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অত্র হ্রদে মৎস্যানিতি জলচরোপলক্ষণম্। স মদ্বাক্যাবমন্তা, শ্রীভগবৎপার্ষদপ্রবরোঽপীতি বা। অহমিতি তপোবলাদ্যভিমানাৎ। এতেনৈব কিল বৈষ্ণবাপরাধেন তস্য তপোভঙ্গাদি-পরমানর্থঃ ফলিতঃ। তচ্চ নবমস্কন্ধে বর্ণিতম্। কিঞ্চ, তত্রত্যক্ষেমার্থং সঙ্কল্পোঽপি বিপরীত এবাভবৎ, তত্রাস্তু তাবৎ জলচরাণাং বার্ত্তা, কালিয়নিবাসেন তীরবর্ত্তিনাং বৃক্ষাদীনামপি তথোপরি গচ্ছতাং খগাদীনামপি মরণং প্রাপ্তমিতি কেবলং শ্রীবৃন্দাবন-যমুনাশ্রয়-মাহাত্ম্যেন শ্রীভগবৎকৃপয়া অনতিচিরেণ তদপরাধঃ সদ্যঃফলমিব ; বিবেকিনাং নরকতুল্যমেব বিষয়ভোগং কৃত্বা তেন পশ্চান্নিস্তীর্ণমিতি॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অত্র—হ্রদে মৎস্যান্—উপলক্ষণে, এই পদে হ্রদস্থ সব জলচর জন্তুকেই বুঝাচ্ছে। **স**—আমার বাক্য অবমাননাকারী সে (যদি খায়), বা শ্রীভগবৎ পার্ষদপ্রবর হলেও সে (যদি খায়)। **অহম্**—আমি এ 'সত্য' বলছি—তপোবল অভিমান হেতু, এরূপ উক্তি। অহো এতেই বৈষ্ণব অপরাধে তাঁর তপোভঙ্গ প্রভৃতি পরম অনর্থ ফলিত হল। এ নবম স্কন্ধে বর্ণিত আছে। সেই হ্রদজলবাসী জন্তুদের মঙ্গলের জন্য সঙ্কল্প হলেও উহা বিপরীতই হয়ে দাঁড়াল—ওখানকার তাবৎ জলচরদের কথা দূরে থাকুক, কালিয়ের নিবাস হেতু তীরবর্তী বৃক্ষাদির ও ঐ হ্রদের উপর দিয়ে গতায়াতকারী পক্ষীদেরও মরণ হতে লাগল। কেবল শ্রীবৃন্দাবন-যমুনা আশ্রয় মাহাত্ম্যে শ্রীভগবৎ কৃপায় অতি শীঘ্রই সৌভরির অপরাধ সদ্য ফলবান্ হল। বিবেকীদের নরকতুল্য বিষয়ভোগ হয়ে গেলে তৎপরই নিস্তার হয়॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অত্র যদীত্যনেন পক্ষান্তরমপি লভ্যতে ততশ্চায়মর্থঃ,—অত্র প্রবিশ্য যদি মৎস্যান্ খাদতি তদা সদ্যস্তৎক্ষণ এব প্রাণৈর্বিযুজ্যেত, যদি চ মৎস্যান্ন খাদতি তদাতু অসদ্যঃ কিঞ্চিদ্বিলম্ব

১৩। কৃষ্ণং হ্রদাদ্বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসম্।
মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্॥
১৪। উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্ব্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে॥

১৩-১৪। অন্বয়ঃ দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসং, মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতং (সুবর্ণ বিভূষিতং) হ্রদাৎ বিনিষ্ক্রান্তং কৃষ্ণং সর্ব্বে গোপাঃ উপলভ্য (প্রাপ্য) লব্ধপ্রাণাঃ অসবঃ (ইন্দ্রিয়াণি) ইব উত্থিতাঃ প্রমোদনিভৃতাত্মানঃ (আনন্দপূর্ণমনসঃ) প্রীত্যা আভিরেভিরে (আলিঙ্গনং চক্রুঃ)।

১৩-১৪। মূলানুবাদঃ দিব্য-মাল্য গন্ধবস্ত্রে শোভিত, মহামণিগণে ঝলমল, স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে হ্রদ থেকে উঠে আসতে দেখে শ্রীদামাদি সকল গোপবালকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দাঁড়াল, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারে ইন্দ্রিয়গণের মত—আনন্দে বিভোর হয়ে তাঁরা জনে জনে সখাকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

এবেতি, হ্রদপ্রবেশমাত্র এব শাপঃ মৎস্যখাদনে তু শাপাতিশয়ঃ। অত্রেত্যভিশাপং গরুড়ঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদেব জ্ঞাত্বা নায়াতঃ, কালিয়স্ত্বাত্মীয় তত্রত্যসর্পমুখাজ্‌জ্ঞাত্বৈবাগতঃ। সৌভরেস্তু গরুড়ায় কুপ্যতো যস্মিন্ কৃপাঽজনিষ্ট তস্য মীনস্যৈব সঙ্গাদুত্থিতা দুর্ব্বাসনৈবাপরাধফলং যতশ্চ বিলুপ্তব্রহ্মানন্দঃ সঃ চিরসঞ্চিততপঃসৃষ্টস্ব-যৌবনেনৈব মূল্যেন কামিনীবৃন্দং ক্রীত্বা তত্রৈব নরকতুল্যে বিষয়ানন্দে নিমজ্জন্নপরাধভোগান্তে শ্রীবৃন্দাবন-যমুনাশ্রয়মাহাত্ম্যেনৈব পশ্চান্নিস্ততারেতি নবমে কথা॥ বি০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এখানে 'যদি' পদের অর্থ 'পক্ষান্তর'—কাজেই এখানে অর্থ এইরূপ হবে, যথা—এই হ্রদে প্রবেশ করে যদি মৎস্য খায় তবে **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করবে। যদি প্রবেশ করে মৎস্য না খায়, তবে 'অসদ্যঃ' কিঞ্চিৎ বিলম্বেই প্রাণ ত্যাগ করবে—হ্রদে প্রবেশ মাত্র শাপ কার্যকরী হবে, আর মৎস্য খেলে শাপ ফুঁসে উঠবে। সর্বজ্ঞতা হেতু গরুড় এই অভিশাপ জানতে পেরে এই হ্রদে আর আসত না। এই কথা কালিয় তার হ্রদবাসী আত্মীয় সর্পের মুখে শুনে এখানে বাস করতে এল। এদিকে যার উপর কৃপার উদয়ে সৌভরির ক্রোধ হয়েছিল, গরুড়ের উপর কোপ থেকে সেই মৎস্যেরই সঙ্গ-দোষে দুর্বাসনার উদয় হল সৌভরির চিত্তে, ইহা তাঁর মহদপরাধ ফল। এবং এই হেতু তাঁর ব্রহ্মানন্দ বিলুপ্ত হয়ে গেল—সে চিরসঞ্চিত তপের বলে যে যৌবন-ধন লাভ করল, সেই ধনের মূল্যে কামিনীবৃন্দ ক্রয় করত সেখানেই নরকতুল্য বিষয়ানন্দে নিমজ্জিত হয়ে রইল। অপরাধ ভোগান্তে শ্রীবৃন্দাবন-যমুনা আশ্রয় মাহাত্ম্যেই পরে উদ্ধার পেয়েছিল—এই কথা নবমে উক্ত আছে॥ বি০ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তৎ প্রোক্তবৃত্তং কালিয় এব পরং কেবলং বেদেতি শ্রীগরুড়দ্বেষেণ তদ্ভীত্যা সর্ব্বত্র নির্ভয়স্থানান্বেষণাৎ পূর্ব্বজন্মশতকৃতভাগ্যবিশেষাচ্চ। কৃষ্ণেন সর্ব্বানন্দকরে-ণেতি ভাবঃ॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এই ব্যাপার কালিয়ই কেবল জানত। শ্রীগরুড়ের দ্বেষ হেতু তার ভয়ে সর্বত্র নির্ভয়স্থান অন্বেষণ হেতু ও পূর্ব জন্মে অর্জিত শত শত ভাগ্য বিশেষ হেতু কালিয় এই হ্রদে এসে বাস করছিল ॥ জী০ ১২ ॥

১৩-১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবমুপোদ্‌ঘাতং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ—কৃষ্ণমিত্যাদিনা, তত্র কৃষ্ণমিতি যুগ্মকম্। জাম্বূনদং দিব্যসুবর্ণং, ভক্ত্যা নাগবৃন্দপরিবৃতত্বাৎ তস্মাদ্ধ্রদাদ্বিশেষেণৈব নিষ্ক্রান্তং সন্তমুপলভ্য দৃষ্ট্বা তাবদপি শঙ্কয়া স্তব্ধত্বাৎ। নিষ্ক্রমণমপি গতিলাঘবেনৈব জলোপর্যুপরি ক্রান্ত্বেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

সর্ব্বে বক্ষ্যমাণাঃ অচেতনানামেব স্তব্ধানামপি তেষামেকদোত্থানে হেতুমাহ—লব্ধপ্রাণা ইতি। তত্র মেলনে ক্রমঃ—প্রমোদেতি সার্দ্ধেন। গোপাঃ সখায়ঃ, পূর্ব্বত এব তীরাগ্রমবলম্ব্য স্থিতত্বাৎ, অভিরেভিরে পরিরেভিরে ॥ জী০ ১৩-১৪ ॥

১৩-১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে উপক্রম সমাপন করে প্রস্তুত বিষয় বলা হচ্ছে—কৃষ্ণং ইত্যাদি দ্বারা। এখানে দুটি শ্লোক একসঙ্গে অন্বয় হবে। **জাম্বুনদ**—দিব্য সুবর্ণ। ভক্তিতে আপ্লুত সর্পবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কৃষ্ণ তটে উঠে এলেন, তাই বলা হল **বি+নিষ্ক্রান্তং**—বিশেষ ভাবে হ্রদ থেকে উঠে এলেন—উঠে এলে তাকে **উপলভ্য**—দেখে প্রাণ ফিরে পেলেন গোপগণ—তারা সকলেই এতক্ষণ শঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। এই নিষ্ক্রমনও দ্রুতগতিতেই জলের উপর উপর দিয়ে হেটে আসা—এরূপ জানতে হবে।

সর্বে—যাদের কথা বলা হচ্ছে সেই সকল অচেতন ও স্তব্ধ লাগা জনদের একসঙ্গে উঠে দাঁড়ানোর হেতু বলা হচ্ছে—লব্ধপ্রাণা ইতি। এখানে মিলনের ক্রম বলা হচ্ছে—প্রথমে **গোপাঃ**—সখাগণের সহিত মিলন—কারণ তাঁরাই হ্রদতট ঘেঁসে সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন। **আভিরেভিরে**—গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হলেন ॥ জী০ ১৩-১৪ ॥

১৩-১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ উপোদ্‌ঘাতং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ,—কৃষ্ণমিতি দ্বাভ্যাং। বিশেষেণ নিষ্ক্রামন্তমিতি জলোপর্যুপর্য্যেব চরণাভ্যামেব সন্তরণলাঘবেনৈবেতি কালিয়াদিষ্টং কমপি সর্পমলক্ষিতমারুহ্যেবেতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথাঙ্গানাং জলাপ্লুতত্বে দিব্যস্রগ্‌গন্ধবাসসমিতি বিশেষণং সাধুনোপপদ্যতে। অসব ইন্দ্রিয়াদি প্রমোদনিভৃতাত্মানঃ আনন্দপূর্ণমনসঃ। গোপাঃ সখায়ঃ তেষামেব তারল্যেন প্রাথম্যৌচিত্যাৎ ॥ বি০ ১৩-১৪ ॥

১৩-১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রস্তাবনা সমাপন করে প্রস্তুত বিষয় বলা হচ্ছে—কৃষ্ণম্ ইতি। **বি+নিষ্ক্রান্তম্**—বিশেষ ভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলেন। সেই বিশেষ হল, পায় সাঁতার ছেড়ে দিয়ে অলক্ষিতে কালিয়ের দ্বারা আদিষ্ট কোনও সর্পের উপর চেপেই এলেন, এরূপ জানতে হবে। অন্যথা শরীর জলে ভিজে গেলে 'দিব্যমাল্যগন্ধবস্ত্র' এই বিশেষণ ঠিক খাটে না। **অসব**—ইন্দ্রিয় সকল **প্রমোদ নিভৃতাত্মনঃ**—আনন্দপূর্ণ মনাঃ। **গোপাঃ**—সখাগণ, এদেরই চঞ্চলতায় প্রথমে আলিঙ্গন সমুচিত বলে এখানে 'গোপ' শব্দে সখাগণকে ধরা হল ॥ বি০ ১৩-১৪ ॥

১৫। যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা অপি।।

১৫। অন্বয়ঃ [হে] কৌরব! যশোদা রোহিণী নন্দঃ গোপ্যঃ চ গোপাঃ চ শুষ্কা নগাঃ (বৃক্ষাঃ) অপি কৃষ্ণং সমেত্য (প্রাপ্য) লব্ধেহাঃ (লব্ধচেষ্টাঃ) আসন্।

১৫। মূলানুবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণদর্শনে যশোদা, রোহিণী, নন্দ, গোপী-গোপগণ পুনর্জীবন লাভ করলেন। এমনকি বিষাক্ত-বাতাসে শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষসকলও পল্লবিত হয়ে উঠল।

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ততঃ শ্রীযশোদাদয়ঃ স্নেহক্রমেণাগ্রতোঽগ্রত আগত্য তত্রৈব স্থিতত্বাৎ। তত্র শ্রীযশোদা ব্রজাৎ প্রস্থিতানাং সর্ব্বেষামগ্রগামিনী, তস্যা এবাসমোর্দ্ধবাৎসল্যাৎ। ততঃ শ্রীরোহিণী, তয়া সখ্যেন সবাসনত্বেন চ তৎসহযোগাৎ। ততঃ শ্রীনন্দস্তদনুগত-বাৎসল্যাৎ গোপ্যো গোপাশ্চ ক্রমেণ দম্পত্যোর্নিকটস্থা জ্ঞেয়াঃ। কেষাঞ্চিৎ সবাসনত্বাৎ,কেষাঞ্চিৎ অনুযায়িত্বাচ্চ। সমেত্যেতি পূর্ব্ববৎ ; তাবৎ স্তব্ধীভূয় কেবলং দ্রষ্টার এবাসন্, পশ্চাৎ সম্ভ্রমেণোত্থিতমাত্রাঃ, ন তু ধাবিতুং শক্তাঃ। সমেত্য তু আলিঙ্গনাদি-চেষ্টাবন্তো বভূবুরিত্যর্থঃ। কিং বহুনেত্যাহ—শুষ্কা ইতি। নিকটে তাবৎ বৃক্ষোৎপত্তিরেব নাস্তি, দূরতস্তু যে বায়ুগত্যা শুষ্কাস্তদানীম্ এব তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণলীলয়া বা দুঃশকুনান্তরবৎ শুষ্কাস্তেঽপি অঙ্কুরাদিবিকাশচেষ্টাবন্তো বভূবুরিত্যর্থঃ। লব্ধমনোরথা ইতি পাঠস্তু স্বাম্যসম্মতঃ॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর শ্রীযশোদাদি স্নেহের ক্রম অনুসারে আগে আগে এসে সেখানেই স্তব্ধ ভাবে অবস্থিত হওয়া হেতু এখানে যশোদার পর রোহিণী ইত্যাদি ক্রমানুসারে বলা হল। এখানে ব্রজ থেকে বেরিয়ে আসা গোপ-গোপীদের মধ্যে শ্রীযশোদাই অগ্রগামিনী—তারই অসমোর্ধ্ব বাৎসল্য থাকা হেতু। অতঃপর শ্রীরোহিণী, সখ্যে ও সবাসনত্বে যশোদার সহিত মিল হেতু। অতঃপর নন্দ, তাঁর বাৎসল্য যশোদার অনুগত হওয়া হেতু—অতঃপর গোপী-গোপগণ পর পর ক্রমানুসারে—নন্দ-যশোদা এই দুই জনের নিকটে অবস্থিত হল, এরূপ বুঝে নিতে হবে—কারুর কারুর সবাসনত্ব হেতু, কারুর কারুর প্রভু-অনুচরী সম্বন্ধ হেতু। **কৃষ্ণসমেতা** - কৃষ্ণকে দেখে, **লব্ধেহা** - প্রাণ ফিরে পেলেন—কালিয় দমণকালে স্তব্ধীভূত হয়ে কেবল দ্রষ্টা মাত্র ছিলেন। পরে উত্থিত মাত্রই হলেন, কিন্তু দৌড়ে নিকটে যেতে সমর্থ হলেন না, কৃষ্ণ এসে মিলিত হলে কিন্তু আলিঙ্গনাদি চেষ্টাপরায়ণ হলেন, এরূপ অর্থ। এসম্বন্ধে আর বেশী বলবার কি আছে, এই আশয়ে—শুষ্কা ইতি। শুক্‌নো গাছ পর্যন্ত প্রাণ ফিরে পেল। এতদিন পর্যন্ত নিকটে বৃক্ষের উৎপত্তিই ছিল না। যে সব গাছ দূরে ছিল, তা হ্রদের বিষাক্ত হাওয়া লেগে শুকিয়ে গিয়েছিল, বা সেই সময়েই তাদৃশ কৃষ্ণলীলা দ্বারা অশুভ সূচক নেত্র স্পন্দনাদির মতো গাছে শুষ্কতা প্রকাশ পেয়েছিল॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ততো হা পুত্র, জীবসীতি গদগদস্বরাগুরুলজ্জাভয়প্রশ্রয়াদিনিরপেক্ষা অতিবিহ্বলা শ্রীযশোদা ততস্তৎসখীধৃতিনিবিড়তয়া তদভিতঃ প্রাপ্তাসু মধ্যে মুখ্যা রোহিণী। ততঃ প্রেমোৎ-

১৬। রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ।
প্রেম্নাতমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত॥
গাবোবৃষাবৎসতর্য্যো লেভিরে পরমাং মুদম্।

১৬। অন্বয়ঃ অস্য (কৃষ্ণস্য) অনুভাববিৎ রামঃ চ অচ্যুতং আলিঙ্গ্য প্রেম্না তং অঙ্কং আরোপ্য পুনঃ পুনঃ উদৈক্ষত (মুখং দদর্শ) গাবঃ বৃষাঃ বৎসতর্যঃ (স্ত্রী বৎসা শ্চ) পরমাং মুদং (আনন্দং লেভিরে।)

১৬। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণের নিরতিশয় ঐশ্বর্য যার জানা আছে সেই বলদেবও হাসি হাসি মুখে আলিঙ্গন করলেন—অনুরাগে ভাইকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর শ্যামঅঙ্গের এদিক ওদিক ভাল করে দেখতে লাগলেন। ধেনু-বৃষ-ছোট বাছুরগুলিও পরমানন্দ লাভ করল।

কট্যাচুলুকিতগাম্ভীর্য্যো বিলম্বাসহিষ্ণুঃ স্ত্রীসংমর্দ্দমধ্য এব প্রবিশ্য নন্দঃ, ততোঽন্যা গোপ্যা বৎসলা গোপাশ্চোপনন্দাদয়ঃ। চকারেণানুরাগিণ্যঃ পূর্ব্বারাগবত্যো গোপ্যশ্চ দূরতো লোচনাঞ্জলীভিরেব সমেত্য পরিসঙ্গাদিভিঃ সঙ্গতীভূয় লব্ধ চেষ্টা লব্ধবাঞ্ছিতা মৃত্য ইব জীবন্ত্যো বভুবুঃ। কিং বহুনা নাগন্তীরে বৃক্ষাভাবাদ্দূরে বৃন্দাবনস্থা বৃক্ষা অপি তৎসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণমদৃষ্ট্বা শোকাৎ শুষ্কাস্তং পুনর্দৃষ্ট্বা লব্ধেহা অঙ্কুরপল্লবপুষ্পাদ্যুদ্গমবন্তঃ॥ বি০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতঃপর হা পুত্র বেচে আছ তো, এরূপ বলতে বলতে গদ্‌গদ্‌স্বরা, গুরুলজ্জাভয়-প্রশ্রয়াদি নিরপেক্ষা, অতি বিহ্বলা শ্রীযশোদা—এঁর পিছনে যশোদার সখীদের মধ্যে অতি নিবিড়তায় যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ, তাদের মধ্যে মুখ্যা রোহিণী। রোহিণী দেবীর পিছনে উৎকট প্রেমে গণ্ডুষেপীত গাম্ভীর্য যাঁর, সেই বিলম্ব অসহিষ্ণু নন্দ স্ত্রীলোকের ঠেসাঠেসি ভীরের মধ্যে প্রবেশ করে অবস্থিত, এর পিছনে অন্য মাতৃস্থানীয় গোপীগণ এবং উপনন্দাদি গোপগণ। 'চ'কারের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে—অনুরাগিনী পূর্বরাগবতী শ্রীরাধাদি গোপীগণ দূর থেকে লোচন-অঞ্জলীতেই **সমেত্য**—মাধুর্যপানে মিলিত হয়ে **লব্ধেহা**—তাঁদের বাঞ্ছিত মৃত্যুর দোরে এসে গেলেও জীবন্ত হয়ে উঠলেন॥ বি০ ১৫॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ তাদৃশদুঃখি-ব্রজজনসঙ্গমায় দত্তাবসরেণ শ্রীরামেণ সঙ্গমং বর্ণয়তি—রামশ্চেতি সার্দ্ধকম্। চকারাৎ পূর্ব্বং ব্রজবাসিশোকেন রামশ্চান্তঃশুষ্কঃ, পশ্চাৎ লব্ধেহস্তমালিঙ্গ্য জহাসেত্যর্থঃ। অচ্যুতম্—ন কথঞ্চিদপি মাহাত্ম্যাচ্চ্যুতম্। কুতো জহাস? তদাহ—অস্যাচ্যুতস্যানুভাবম্ ইচ্ছামাত্রেণ সর্ব্বসামর্থ্যং বেত্তীতি তথা সঃ; অতো নিজব্রজদুঃখময়মিদং ভদ্রং কৃতমিত্যুপালম্ভন-পূর্বকমেবেত্যর্থঃ। নগা অন্যেঽপি সর্বে; 'গাবো বৃষা বৎসতরা' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর তাদৃশ দুঃখি ব্রজজনদের সহিত মিলনের জন্য একটু সময় ফাঁক দিয়ে শ্রীরামের সহিত মিলন বর্ণিত হচ্ছে—রামশ্চ ইতি। 'চ' কার হেতু অর্থ এরূপ হবে—পূর্বে ব্রজবাসিদের শোকে রামেরও অন্তঃকরণ শুকিয়ে গিয়েছিল, পরে প্রাণ পেয়ে অচ্যুতকে আলিঙ্গন করে হাসলেন। **অচ্যুতম্**—মাহাত্ম্য থেকে এক ফেটোও চ্যুত হন না যিনি। হাসলেন কেন? এরই উত্তরে, **অনুভাববিৎ**—এই অচ্যুতের অনুভাব, ইচ্ছামাত্র সর্বসামর্থ্য যিনি জানেন সেই বলদেব ইনি—কাজেই

১৭। নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ।
উচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ॥
১৮। দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্ম্মুক্তিহেতবে।
নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ॥

১৭। অন্বয়ঃ সকলত্রকাঃ (সস্ত্রীকাঃ) গুরবঃ বিপ্রাঃ নন্দং সমাগত্য তে উচুঃ কালিয়গ্রস্তঃ তব আত্মজঃ দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) মুক্তঃ।

১৮। অন্বয়ঃ কৃষ্ণ নির্ম্মুক্তিহেতবে (কৃষ্ণস্য সর্ব্ববিপদ্ভ্যঃ পরিত্রাণ কাম্যয়া) দ্বিজাতীনাং (ব্রাহ্মণানাং) দানং দেহি, রাজন্ (হে রাজা!) তদা নন্দঃ প্রীতমনাঃ গাঃ সুবর্ণঃ চ আদিশৎ (দত্তবান্)।

১৭-১৮। মূলানুবাদঃ পুরোহিত ও অন্য ব্রাহ্মণগণ যাঁরা পত্নীগণকে নিয়ে নন্দের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা এখন এগিয়ে গিয়ে বললেন, অহো ভাল ভাল আমাদের সকলের ভাগ্যবশে তোমার পুত্র সর্পকবল থেকে মুক্ত হল। অতএব কৃষ্ণের মুক্তির উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে ধেনু প্রভৃতি দান কর। হে রাজন্! নন্দও তখন সন্তুষ্ট চিত্তে স্বর্ণ-ধেনু এবং ভূমি দান করেছিলেন।

'তোমার সর্বশক্তি থাকতেও তোমার ব্রজবাসী এত দুঃখ পেল বেশ বেশ ভালই করলে'—এইরূপ তিরস্কারের ভাবে হাসলেন॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ জহাসেতি ধন্যোঽস্ত্যেবং কর্ত্তুং যুজ্যত ইত্যুক্ত্বা তৎপ্রভাবজ্ঞোঽপি প্রেম্না পুনঃ পুনরুৎকর্ষেণ ঐক্ষতেতি কালিয়হতকেন কচ্চিৎ ক্ষতস্তু নাভূরিতি ন্যভালয়ৎ॥ বি০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ জহাস ইতি—'ধন্য' এর এরূপ করা উপযুক্তই হয়েছে, এই বলে কৃষ্ণপ্রভাব বিজ্ঞ হয়েও প্রেমে পুনঃ পুনঃ **উদৈক্ষত**—'উদ্' উৎকর্ষের সহিত অর্থাৎ খুটিয়ে খুটিয়ে কৃষ্ণকে দেখতে থাকলেন—কালিয় ঘাতকের দ্বারা কোনও ক্ষত তো হয় নি, এরূপ চিন্তায় ভাল করে দেখতে লাগলেন॥ বি০ ১৬॥

১৭-১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তত্রৈব বিশেষতো ব্রাহ্মণানাং হর্ষভরেণ বাক্যমাহ,নন্দমিতি। গুরবঃ পুরোহিতাঃ। অন্যে চ বিপ্রাঃ সমাগত্যেতি প্রাগেব তেন সহ ব্রজান্নির্গতাঃ, অধুনা তন্নিকটমাগত্যেত্যর্থঃ। তে পরমবৈষ্ণবত্বাদিনা প্রসিদ্ধাঃ। দিষ্ট্যা ভদ্রম্, অহো তবাস্মাকং চ ভাগ্যমিত্যর্থঃ। অতোঽতিহৃষ্টো ভূত্বা সুমহোৎসবং বিধেহীতি ভাবঃ॥ জী০ ১৭-১৮॥

১৭-১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সেখানেই বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের হর্ষভরের সহিত যে কথা হল, তাই বলা হচ্ছে—নন্দম্ ইতি। **গুরবঃ**—পুরোহিত। **বিপ্রাঃ**—এবং অন্য ব্রাহ্মণগণ, **সমাগত্য**—পূর্বেই নন্দের সহিত ব্রজ থেকে বের হয়ে এসেছিল, এখন নন্দের নিকট এসে বলল। এই

১৯। যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী।
পরিষজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ॥

১৯। অন্বয়ঃ নষ্টলব্ধপ্রজা (নষ্টপ্রায়া পুনর্লব্ধা প্রজা যয়া সা) মহাভাগা সতী যশোদা অপি [শ্রীকৃষ্ণং] অঙ্কং আরোপ্য পরিষজ্য (আলিঙ্গ্য) চ মুহুঃ (বারং বারং) অশ্রুকলাং মুমোচ।

১৯। মূলানুবাদঃ মহাভাগ্যবতী বাৎসল্যরস সাগর মা যশোদাও হারানো পুত্রকে ফিরে পেয়ে কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ করত মুহুর্মুহু অশ্রুধারা বিসর্জন করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণগণ পরমবৈষ্ণব বলে প্রসিদ্ধ। **দিষ্ট্যা**—ভাল ভাল, অহো তোমার এবং আমাদের ভাগ্য, এরূপ অর্থ **দেহিদানং**—অতএব অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে একটি মহামহোৎসব লাগাও, এরূপ ভাব॥ জী০ ১৭-১৮॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ গুরবো ভাগুর্য্যাদিপুরোহিতাঃ॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গুরবো—ভাগুরি প্রভৃতি পুরোহিতগণ॥ বি০ ১৭॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ মহাপ্রেম্ণা পুনঃ শ্রীযশোদয়া মিলিতমিত্যাহ—যশোদেতি। ত্বর্থে চকারঃ, শ্রীনন্দতোঽপি বিশেষাৎ। মহাভাগত্বমাহ—নষ্টেতি। যতঃ সতীতি তস্যাঃ কথমন্যথা স্যাদিতি ভাববিশেষেণাভিপ্রেতম্; যদ্বা, স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্নেহাদিনা সর্বোৎকৃষ্টা; যদ্বা, তাদৃশী ভবন্তী কলাং ধারাং মুহুরিতি কদাচিৎ পূর্ববৃত্তস্মৃত্যা দুঃখোদয়েন কদাচিচ্চ প্রাপ্তানন্দেনাশ্রুধারামোচনস্যাবিরামেঽপি উষ্ণশীততাভেদেন পৌনঃপুন্যাৎ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ মহাপ্রেমে শ্রীযশোদার সহিত যে পুনর্মিলন, সেই কথা বলা হচ্ছে—যশোদা ইতি। পাঠ যশোদা চ এবং যশোদাঽপি দু প্রকার। 'তু' অর্থে 'চ' কার—শ্রীনন্দের থেকে যশোদার বিশেষত্ব দেখান হল। যশোদার মহাভাগ্য যে কি, তাই দেখান হল 'নষ্টলব্ধপ্রজা' পদে অর্থাৎ 'হারান পুত্র ফিরে পাওয়া' পদে। এর কারণ তিনি যে **সতী**—তাঁর কি করে অন্যথা হবে—এখানে 'সতী'পদের অভিপ্রেত অর্থ হচ্ছে, ভাববিশেষে বর্তমান, বা শ্রীকৃষ্ণ স্নেহাদিতে সর্বোকৃষ্ট;যদ্বা 'সতী'—এরূপ সতী দেওয়া হেতু—**মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ**—'কলাং' ধারা, 'মুহুঃ' কদাচিৎ পূর্বঘটনা স্মরণ করে দুঃখ উদয়ে, আবার কদাচিৎ প্রাপ্তির আনন্দে অশ্রুধারা মোচন অবিরাম হতে লাগল—দুঃখে উষ্ণ তৎপর আনন্দে শীতল এইরূপ ভেদে পুনঃ পুনঃ হওয়া হেতু অবিরাম॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ আদৌ নষ্টপ্রায়া পশ্চাল্লব্ধা প্রজা যয়া সা অঙ্কমারোপ্য পরিষজ্যেতি পূর্ব্বং বহুলোকাপেক্ষাবশাৎ তাদৃশপরিষঙ্গালাভাদিতি ভাবঃ॥ বি০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নষ্টলব্ধপ্রজা—প্রথমে নষ্টপ্রায়, পরে লব্ধ হল পুত্র যার দ্বারা সেই যশোদা **পরিষজ্যাঙ্কমারোপ্য**—কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—পূর্বে বহুলোকের অপেক্ষাবশতঃ এরূপ করা সম্ভব ছিল না, তাই পরে॥ বি০ ১৯॥

২০। তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাম্।
উষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ॥

২০। **অন্বয়** ঃ রাজেন্দ্র (রাজর্ষে) ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ (ক্ষুধাতৃষ্ণাভ্যাং দৌর্ব্বল্যং প্রাপিতাঃ) ব্রজৌকসঃ, গাবঃ তাং রাত্রিং তত্র কালিন্দ্যাঃ উপকূলতঃ (তটপ্রদেশাৎ কিঞ্চিৎদ্দূরবর্ত্তি স্থানে) উষুঃ (উষিতবন্তঃ)।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজেন্দ্র ! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও পরিশ্রান্ত ব্রজবাসি ও ধেনু সকল সেই বিষাক্ত হ্রদ থেকে একটু দূরে কালিন্দী-তটে সেই রাত্রি কাটালেন।

২০। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ কথাক্রমেণান্যামপ্যদ্ভুতলীলামাহ—তামিত্যাদিনা। রাত্রিমিতি—শ্রীকৃষ্ণস্য কালিয়দমনাদিনা তেন সহ ব্রজজনানাং প্রত্যেকমেলনেন চ দিনাবসানতঃ ; তাং তদ্দিনসম্বন্ধিনীং তাদৃশপরমানন্দময়ীং বা ; যত্র কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমস্তস্মিন্ প্রদেশে এবোষুঃ। তত্রৈব হেতুঃ— ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং রোদনাদিশ্রমেণ চ, যদ্বা, ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং যঃ শ্রমস্তেন কৃশীকৃতাঃ দৌর্ব্বল্যং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ। তত্র ধেন্বাদিষু তত্রৈব বিদ্যমানাস্বপি ক্ষুধাদিকর্ষিতত্বং তাসাং বিষসম্পর্কশঙ্কয়া শ্রীকৃষ্ণায়ানুপযোজনাৎ, ততঃ স্বয়মপ্যনুপযোগাৎ। কালিন্দ্যা উপকূলতঃ বিষজলাদিভয়েন তদ্ধ্রদস্য জলান্তিকং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ, অন্যথা দাবাগ্নিনা সর্বত আবরণাসিদ্ধেঃ॥ জী॰ ২০॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ কথা আরম্ভ করতে গিয়ে অন্য এক অদ্ভুত লীলা বলছেন, তাং রাত্রিং। **রাত্রিম্ ইতি**—সেই রাত্রি সেখানেই থাকলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমনাদি লীলায় এবং কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজজনদের প্রত্যেকের মিলনে দিন অবসান হয়ে গেল। **তাং**—সেই দিন সম্বন্ধী, বা তাদৃশ পরমানন্দময়ী। যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন, সেই প্রদেশেই থাকলেন। সেখানেই থাকবার হেতু—ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও রোদনাদি শ্রমে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। অথবা, ক্ষুধা তৃষ্ণায় যা শ্রম, তাতে ক্ষীণকায় অর্থাৎ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এ সম্বন্ধে নব প্রসূতা গাভীসব সেখানেই থাকা সত্বেও ব্রজবাসিদের ক্ষুধাদিতে কাতর হওয়ার কারণ হল, ঐ গাভীদের দুধ বিষ সম্পর্ক শঙ্কাতে শ্রীকৃষ্ণের অনুপোযোগী, ঐ একই কারণে নিজেদেরও সেবার অনুপযোগী। **কালিন্দ্যা উপকূলতঃ**—বিষ জলাদি ভয়ে সেই হ্রদের জলের নিকট স্থান পরিত্যাগ করে একটু দূরে, অন্যথা দাবাগ্নিতে চতুর্দিকে ঘিরে ফেলা হয় না, যা পরের শ্লোকে বলা হয়েছে। জী॰ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অতঃপরমদ্য রাত্রৌ বয়ং কৃষ্ণং নির্নিমেষং পশ্যন্ত এব স্থাস্যামঃ। ভাগ্যাদ্গতোঽপি কালিয়ঃ পুনর্যদি বৈরং সিধার্ধয়িষুরায়াতি তদা মিলিতীভূয় লকুটৈর্বারয়ামঃ। নতু দর্শনব্যবধায়কং স্বস্বগৃহং যাম ইতি সর্ব্বেষাং মনোরথমালক্ষ্য নন্দাদ্যা ব্রজৌকসঃ উপকূলতঃ বিষজলাদিভয়াৎ কূলসমীপং পরিত্যজ্য উষুঃ। অন্যথা দাবাগ্নিনা সর্ব্বত আবরণাসিদ্ধেঃ॥ বি॰ ২০॥

২১। তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্রজম্।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে॥
২২। তত উত্থায় সংভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্॥

২১। **অন্বয়ঃ** তদা নিশীথে শুচিবনোদ্ভূতঃ (গ্রীষ্মকালঃ তৎ সম্বন্ধিবনং শুষ্কারণ্যং, তত্র উদ্ভূতঃ) দাবাগ্নি সুপ্তং ব্রজং সর্ব্বতঃ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে।

২২। **অন্বয়ঃ** ততঃ দহ্যমানাঃ তে ব্রজৌকসঃ উত্থায় সম্ভ্রান্তাঃ (নিঃসারণার্থমিতস্ততঃ কৃত পরিভ্রমণা) মায়ামনুজং ঈশ্বরং কৃষ্ণং শরণং যযুঃ।

২১। **মূলানুবাদঃ** সেই রাত্রেই নিশীথ কালে গ্রীষ্মকালীন শুষ্কবন থেকে উদ্ভূত দাবাগ্নি নিদ্রিত ব্রজজন ও ধেনুদের সকলকে ঘিরে ফেলে পুরিয়ে মারবার উপক্রম করল।

২২। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর আগুনে পুরে মরবার অবস্থায় পতিত ব্রজবাসিগণ সন্ত্রস্তভাবে উঠে পড়ে মায়ামনুজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন।

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অতঃপর আজ রাত্রে কৃষ্ণকে নির্নিমেষ নয়নে দেখতে দেখতে এখানেই থাকব। আমাদের ভাগ্যবশে কালিয় চলে গেলেও পুনরায় যদি শত্রুতা সাধনের ইচ্ছায় চলে আসে তখন সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে লাঠি দ্বারা ঠেকাব। কিন্তু দর্শন-ব্যবধানকারী নিজ নিজ গৃহে যাব না, সকলেরই এইরূপ মনোরথ লক্ষ্য করে নন্দাদি ব্রজবাসিগণ **উপকূলতঃ**—বিষ-জলাদি ভয়ে কুল-সমীপস্থ বনভাগ পরিত্যাগ করে অবস্থান করলেন, নতুবা দাবাগ্নি দ্বারা চতুর্দিকে ঘিরে নেওয়া সম্ভব হয় না, যা পরের শ্লোকে বলা হল॥ বি০ ২০॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তদা তদ্রাত্র্যামেব শুচির্গ্রীষ্মসময়ঃ, তৎসম্বন্ধিবনং শুষ্কারণ্যমিত্যর্থঃ। তত্রোদ্ভূতঃ অয়ঞ্চ দাবাগ্নিরূপঃ কালিয়সখঃ কংসানুচরঃ কশ্চিদসুর ইতি কেচিদাহুঃ॥ জী০ ২১॥

২১। **শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদঃ তদা**—সেই রাত্রেই। **শুচি ইত্যাদি**—গ্রীষ্মকালীন (বন) অর্থাৎ শুকনো অরণ্য থেকে উঠেছে এবং এ দাবাগ্নির আকার—কেউ কেউ বলে থাকেন, এ কালিয়ের সখা কোনও কংসানুচর অসুর॥ জী০ ২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** শুচির্গ্রীষ্মঃ দাবাগ্নিরয়ং কংসানুচরঃ কালিয়সখঃ কশ্চিদসুর ইতি কেচিদাহুঃ॥ বি০ ২১॥

২১। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শুচি**—গ্রীষ্ম। এই দাবাগ্নি কংসানুচর কালিয়সখা কোন অসুর, এরূপ কেউ কেউ বলে থাকেন॥ বি০ ২১॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** সম্ভ্রান্তাঃ, সদ্যস্তৎপ্রতিকারাদ্যজ্ঞানাৎ। যদ্বা, নিঃসারণার্থমিতস্ততঃ কৃতপরিভ্রমণা ইত্যর্থঃ। যতো দহ্যমানা দগ্ধুমুপক্রম্যমাণাঃ, মায়য়া কাপট্যেনৈব মনুজত্বেন

২৩। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ॥

২৩। **অন্বয়ঃ** মহাভাগ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! অমিত বিক্রম রাম! এষঃ ঘোরতর বহ্নিঃ তাবকান্ (ত্বদীয়ান্) নঃ (অস্মান্) হি গ্রসতে।

২৩। **মূলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ, হে অতিবিক্রম রাম! ঐ দেখ সম্মুখে ঘোরতম দাবাগ্নি তোমার নিজজনদের পুরে মারতে উদ্যত।

প্রাকৃতমনুষ্যত্বেন স্ফুরন্তম্। বস্তুতস্তু নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বেন তদ্রূপেণৈবেশ্বরং, কিংবা মায়া কৃপা, তদ্যুক্তং মনুজং দ্বিভুজত্বাদিসাম্যেন; যদ্বা, মায়া লক্ষ্ম্যা ঈশ্বরং স্বামিনমপি মনুজং মনুষ্যলীলমিতি করুণ্যাদ্যতিশয়ঃ সূচিতঃ, তত্রাপি কৃষ্ণং তত্র ব্রজজনপ্রাণনাথম্ অতঃ শরণং যযুঃ॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সম্ভ্রান্তা**—সন্ত্রস্ত, তৎক্ষণাৎ এর প্রতিকারাদি বিষয়ে অজ্ঞানতা হেতু। অথবা এই দাবানল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছে যাঁরা সেই ব্রজবাসিজন। যেহেতু **দহ্যমানা**—পুরে মরবার মত অবস্থায় পতিত। **মায়ামনুজমীশ্বরং**-'মায়া' কপটতাতেই প্রাকৃত মানুষরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত। বস্তুতস্তু নরাকৃতি পরব্রহ্ম হওয়া হেতু সেই মানুষরূপেই ঈশ্বর। কিম্বা 'মায়া' কৃপা, কৃপাশীল মানুষ; দ্বিভুজ প্রভৃতি দ্বারা মানুষের সহিত সাম্য হেতু মানুষ। অথবা, 'মায়া' লক্ষ্মীর **ঈশ্বরং**—স্বামী, 'মনুজং' মনুষ্যলীল, এইরূপে কারুণ্যাদি সূচিত হল। এর মধ্যেও আবার **কৃষ্ণং**—ব্রজজন প্রাণনাথ—অতএব তাঁর শরণাপন্ন হলেন॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ব্রজৌকসঃ ব্রজস্থকৃষীবলাদ্যাঃ মায়য়া স্বরূপেণৈব মনুজং "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়ে"তি শ্রুতেঃ। শরণং যযুরিত্যহো অস্মাকং প্রাণসঙ্কটসময়ে অস্মিন্নেব বালকে স্বপ্রসাদোদ্ভূতে নারায়ণ আবিশ্যাস্মান্ পালয়তি "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে"তি গর্গোক্তেস্তমিমং সম্প্রতি শ্রীনারায়ণাবিষ্টং কৃষ্ণমেব নারায়ণত্বেন বিশ্রম্ভ্য বিপত্তরণার্থং শরণং যাম ইতি বিমৃশ্যেতি ভাবঃ॥বি০২২

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ব্রজৌকসঃ**— কৃষিবল প্রভৃতি অবলম্বন করে যাঁরা ব্রজে বাস করছে। **মায়ামনুজমীশ্বরম্**—'মায়য়া' স্বরূপেই মনুজ 'স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি হেতু মায়া আখ্যা'—শ্রুতি হেতু। **শরণং যযুঃ**—কৃষ্ণের শরণ নিলেন—অহো আমাদের প্রাণসঙ্কট সময়ে নিজ প্রসাদোদ্ভূত এই বালকে নারায়ণ প্রবেশ করে আমাদের রক্ষা করেন, গর্গমুনির উক্তিও এরূপই আছে, যথা—"এই বালক সকল প্রকার দুর্গতি থেকে তোমাদের অনায়াসে পার করবে।" গর্গোক্তি এরূপ থাকা হেতু। সেই কৃষ্ণে সম্প্রতি শ্রীনারায়ণ আবিষ্ট। এই কৃষ্ণকেই নারায়ণ বলে বিশ্বাস করে বিপদ পার হওয়ার জন্য শরণ নিব, এই চিন্তা করে শরণ নিলেন॥ বি০ ২২॥

২৪। সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো।
ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়ম্॥

২৩। অন্বয়ঃ প্রভো! স্বান্ (নিজজনান্) সুহৃদঃ নঃ (অস্মান্) সুদুস্তরাৎ কালাগ্নেঃ পাহি (রক্ষ) অকুতোভয়ং ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুং (পরিত্যক্তুং) ন শক্নুমঃ (ন পারয়ামঃ)।

২৪। মূলানুবাদঃ হে প্রভো! সুদুস্তর কালাগ্নি থেকে সদ্ভাবে একনিষ্ঠ তোমার জ্ঞাতিদের রক্ষা কর। তোমার অকুতভয় চরণের সঙ্গ ছাড়া আমরা হতে পারব না।

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তৎপ্রকারমেবাহ—কৃষ্ণেতি। বীপ্সা সম্ভ্রমেণ স্নেহভর-স্বভাবেন বা; মহান্ ভাগো ভাগ্যমস্মাদৃশানাং যস্মাদিতি, তৎসাক্ষাৎ অস্মাকঃ দুঃখং নোপযুক্তমিতি ভাবঃ। অমিতোঽনন্তো বিক্রমঃ শৌর্য্যং যস্য ইতি বলদেবং প্রতি সম্বোধনং, তব বীর্য্যেণ দাবাগ্নিরপি নির্ব্বাতীতি ভাবঃ। এবং তদাপি তেষাং মহাপ্রভাবত্বজ্ঞানমেব জাতং, ন ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিতি ভাবঃ। এষ ইতি প্রত্যক্ষত্বং শীঘ্রত্বং বা বোধয়তি, ঘোরতমঃ অপ্রতিকার্য্যত্বাৎ যুষ্মদন্তিক-প্রাপ্তত্বাদ্বা। গ্রসতে নিঃশেষেণ সংহরতীত্যর্থঃ; তাবকানিতি কৃপাজননার্থং গ্রসনাযোগ্যত্ববোধনার্থং বা, 'তবকমমকাবেকবচনে' ইতি তদ্ধিতনিমিত্তকাদাদেশ-সূত্রাদ্যদত্রৈকস্যৈব সম্বন্ধঃ প্রতিপাদ্যতে। হি নিশ্চিতম্, তৎ খলু দ্বয়োরভেদ-প্রতিপাদনার্থমিতি জ্ঞেয়ম্॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সেই শরণ নেওয়ার পদ্ধতিটা বলা হচ্ছে, কৃষ্ণ ইত। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' দুবার বলা হল সম্ভ্রমে বা স্নেহভর স্বভাবে। **মহাভাগ**—যার থেকে মাদৃশ জনদের মহাভাগ্য, তিনি সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকতে আমাদের দুঃখ উপযুক্ত নয়, এরূপ ভাব। **রাম অমিত বিক্রম**—হে অনন্ত শৌর্যশালী রাম—বলদেবের প্রতি সম্বোধন। এইরূপে সে সময়েও ব্রজবাসিদের মনে মহা প্রভাব জ্ঞানই জাত হয়েছিল কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞান জাত হয় নি অর্থাৎ এরা যে ভগবান্ এরূপ কোনও ভাবের উদয় হয় নি। **এষ**—এই তো সম্মুখে দেখা যাচ্ছে, এরূপ ভাব বা শীঘ্রই গ্রাস করে ফেলবে এরূব ভাব প্রকাশ করার জন্য, এই 'এষ' পদের ব্যবহার। **ঘোরতমঃ**—প্রতিবিধানের অতীত হওয়া হেতু বা আমাদের একেবারে কাছ এসে যাওয়া হেতু। **গ্রসতে**—নিঃশেষে সংহার করে ফেলছে। **তাবকান্**—তোমার জন, কৃপা উদয় করাবার জন্য, বা দাবানলের পক্ষে গ্রাস করে ফেলার অযোগ্যতা বুঝাবার জন্য এই পদের ব্যবহার। **হি**—নিশ্চয়ে। এখানে **তাবকান্**—তোমার জন এক- বচনে বলা হলেও ব্যকরণ-সূত্র অনুসারে কৃষ্ণরাম দুজনকেই বুঝা যাচ্ছে অর্থাৎ তোমাদের জন কৃষ্ণ ও রামের মধ্যে অভেদ প্রতিপাদনের জন্য তাবকান্ পদের প্রয়োগ, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ হে রামেতি তস্যাপি তদ্দিনে সর্ব্বজ্ঞত্ব দর্শনাদয়মপি কৃষ্ণভ্রাতা দেবা-বিষ্ট ইত্যনুমানাৎ॥ বি০ ২৩॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ হে রাম ইতি—এই রামেরও এই কালিয়দমন দিনে সর্বজ্ঞত্ব দর্শন হেতু, কৃষ্ণভ্রাতা এও দেবাবিষ্ট, এরূপ অনুমান হেতু রামকেও ডাকলেন রক্ষার জন্য॥ বি০ ২৩॥

২৫। ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ।
তমগ্নিমপিবৎ তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিমোচনং
নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

২৫। অন্বয়ঃ অনন্তঃ অনন্তশক্তিধৃক্ জগদীশ্বরঃ ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য তৎ তীব্রং অগ্নিং অপিবৎ।

২৫। মূলানুবাদঃ অনন্তশক্তিধৃক্ জগদীশ্বর এইরূপ প্রেমমূলক কাকুক্তিধারা অনুভব করে তাদৃশ ভীষণ দুঃসহ দাবাগ্নি পান করে ফেললেন।

---

২৪ **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** স্বান্ জ্ঞাতীন্ আত্মীয়ান্ বা ; সুশোভনং হৃদ্‌যেষাং তান্ সদ্ভাবেন তদেকনিষ্ঠানিত্যর্থঃ। প্রভো হে সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থ, ন কুতোঽপি ভয়ং যস্মাত্তম্, অতো নিজচরণপরিত্যাগ-ভয়মস্মাকমাশু বিনাশয়েতি ভাবঃ. অতঃ সমাক্ ক্ষণমপি বিযুক্ততয়া ত্যক্তুং ন শক্নুম ইতি॥ জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ স্বান্**—জ্ঞাতিদের বা আত্মীয়দের। **সুহৃদঃ**—'সু' সুশোভন হৃদয় যাঁদের সেই জ্ঞাতিদের অর্থাৎ সদ্ভাবের সহিত তোমাকে একনিষ্ঠ জ্ঞাতীদের হে **প্রভো**—হে সব কিছু করতে সমর্থ **অকুতোভয়ং**—যাঁকে আশ্রয় করলে কোথাও থেকেও আর ভয় থাকে না, সেই অভয় চরণকে। অতএব নিজচরণ পরিত্যাগরূপ ভয় আমাদের সত্বর বিনাশ কর, এরূপ ভাব। তোমার চরণ অকুতভয়, তাই **সন্ত্যক্তুম্**—'সম্' ক্ষণকালও ওর সংযোগ ছিন্ন করে দিয়ে ত্যাগ করতে পারব না॥ জী ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কালো মৃত্যুস্তদ্রূপাদগ্নেঃ। মৃত্যৌ সতিত্বচ্চরণেন সহ বিয়োগো ভবেৎ সতু দুঃসহ ইত্যাহুঃ—ন শক্নুম ইতি॥ বি০ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কালাগ্নে**—'কাল' মৃত্যু তদ্রূপ অগ্নি থেকে। মৃত্যু হলে তোমার চরণের সহিত বিয়োগ হবে, তা তো দুঃসহ, এই আশয়ে **ন শক্নুম ইতি**—তোমার চরণ পরিত্যাগ করতে তো পারব না॥ বি০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ইত্থং স্বপ্রেমৈকমূলকানেক-কাকূক্ত্যাদিপ্রকারকং নিরীক্ষ্য অনুভূয় তং তাদৃশম ; অতস্তীব্রং দুঃসহং, তথাভূতমপি অপিবৎ। কারুণ্যময়প্রেমাবেশেনৈবেতি ভাবঃ। নন্বু ভবতু তদাবেশস্তেন কথং তৎপানং স্যাৎ ? ইত্যাশঙ্ক্য গূঢ়মপি তদৈশ্বর্য্যং স্বয়মেব ব্যক্তীভবতীতি অভিপ্রেত্য সিদ্ধান্তয়তি—জগতামপীশ্বরঃ সর্ব্বেষু তত্তচ্ছক্তিপ্রদ ইত্যর্থঃ। তস্মাদেবাগ্নেরপি শক্তেঃ কো নাম বিস্ময় ইতি ভাবঃ। নন্বু গোপবালকরূপঃ সমন্তাদ্‌ভবমগ্নিং কথমপিবৎ ? তত্রাহ – অনন্তস্তাদৃশস্যৈব বিগ্রহস্য বিভুত্বেন স্বয়-

মপি সমন্তাৎ প্রকাশমান ইত্যর্থঃ। ন চ তন্মাত্রশক্তিত্বমপ্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ—অনন্তশক্তিধৃগিতি। অতএব শ্রীগোপা অপি নিবারয়িতুং নাবসরং লব্ধবন্ত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ইত্থং**—নিজ প্রেমৈক মূলক অনেক কাকুক্তিধারা **নিরীক্ষ্য**—অনুভব করে **তৎ**—তাদৃশ ভীষণ, অতএব **তীব্রং**—দুঃসহ, এরূপ হলেও পান করলেন, কারুণ্য-ময় প্রেম-আবেশে, এরূপ ভাব। আচ্ছা হোক না তার প্রেম-আবেশ, এই পান হল কি করে তার দ্বারা? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে **জগদীশ্বর** অগ্নি বায়ু প্রভৃতির, যার যা শক্তি, তা ইনিই দিয়ে থাকেন—গূঢ় হলেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য নিজে নিজেই প্রকাশ হয় সেবা সুযোগ পেয়ে, এই অভিপ্রায়েই সিদ্ধান্ত করা হল এখানে। তাই অগ্নি হলেও, তার শক্তির কি এমন বিস্ময়, এরূপ ভাব। আচ্ছা, ছোট্ট এই গোপ-বালকরূপে কৃষ্ণ চতুর্দিক ছেয়ে ফেলা এই অগ্নি কি করে পান করলেন? এরই উত্তরে, **অনন্ত**—তাদৃশ অসীম বিগ্রহের বিভুতা থাকা হেতু নিজে নিজেই চতুর্দিকে প্রকাশমান, এরূপ অর্থ। কেবল যে ঐ টুকুই শক্তি, তাও নয়, তাঁর শক্তি আশ্চর্য, এই আশয়ে, **অনন্তশক্তিধৃক্ ইতি**—অতএব শ্রীগোপগণও তাঁকে ঐ কার্য থেকে নিবারণও করতে পারলেন না॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বজনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বেতি স্বজনবিষয়কস্তৎপ্রেমৈব তেষাং রক্ষণার্থং তমৈশ্বর্য্যমনুসন্ধাপয়ামাসেতি ভাবঃ। নন্থ, পরমসুকুমারঃ কথং তীব্রমগ্নিমপিবত্তত্রাহ,—অনন্তশক্তিধৃক্ তস্য সংহারিকা শক্তিরেবাপিবৎ তস্মিন্ শক্তিমতি তৎপানোপচারমাত্রমিতি ভাবঃ॥ বি০ ২৫॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমেঽস্মিন্ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্বজনবৈক্লব্যং**—'স্বজনের কাতরতা দেখে' এই কথার ধ্বনি হচ্ছে, স্বজন বিষয়ক সেই প্রেমই তাদের রক্ষণের জন্য উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য অনুসন্ধান করে নেয়। আচ্ছা, পরম সুকুমার তিনি কি করে ঐ তীব্র অগ্নি পান করলেন? এরই উত্তরে **অনন্ত শক্তিধৃক্**—তাঁর সংহারিকা শক্তিই পান করল শক্তিমান্ তাতে সেই পান আরোপ মাত্র, এরূপ ভাব॥ বি০ ২৫॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-সপ্তদশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।